এবার স্ত্রী পুত্র কন্যা দিয়ে

▶▶ প্রথম পৃষ্ঠার পর

আমরা এখনো কোর্টের পূর্ণাঙ্গ রায় হাতে পাইনি। তাই আগের বিধিমালা অনুযায়ীই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ সংসদ সদস্যদের ছাড়া প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ যেভাবে তালিকা পাঠাচ্ছে সে অনুসারেই আমরা কমিটিকে অনুমোদন দিচ্ছি। এখন কমিটিতে অপ্রয়োজনীয় বা অযোগ্য লোক ঢুকলেও নিয়ম অনুযায়ী আমাদের করার কিছু নেই।'

জানা যায়, যেসব প্রতিষ্ঠানে অ্যাডহক কমিটি ছিল সেসব প্রতিষ্ঠানে সংসদ সদস্যদের সভাপতি পদ থেকে বাদ দিয়ে ছয় মাস মেয়াদে নতুন অ্যাডহক কমিটি করেছে শিক্ষা বোর্ডগুলো। আর যেসব প্রতিষ্ঠানে নিয়মিত কমিটি ছিল সেখানে শুধু সভাপতিকে বাদ দিয়ে বাকি সময়ের জন্য নতুন সভাপতি নির্বাচিত করে দেন শিক্ষা বোর্ড চেয়ারম্যান। তবে সব ক্ষেত্রেই প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকেই একটি প্রস্তাব পাঠানো হয়। মূলত সেই প্রস্তাব অনুসারেই সভাপতি নির্বাচিত করা হয়েছে। আর বেশ কিছু অ্যাডহক কমিটি ইতিমধ্যে নির্বাচন সম্পন্ন করেছে, আবার কেউ কেউ নির্বাচনেরও প্রস্তুতি নিয়েছে।

ঢাকা শিক্ষা বোর্ড সূত্রে জানা যায়, ঢাকা-৫ আসনের সংসদ সদস্য আলহাজ হাবিবুর রহমান মোল্লা কয়েকটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সভাপতি ছিলেন। তাঁর ছেড়ে দেওয়া পদটি দখলে নিয়েছেন তাঁর সন্তানরা। ইতিমধ্যে ডেমরার শামসুল হক খান স্কুল অ্যান্ড কলেজের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন তাঁরই ছেলে মাহফুজুর রহমান মোল্লা শ্যামল। যাত্রাবাড়ীর আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজে সভাপতি হওয়ার দৌড়ে এগিয়ে আছেন আরেক ছেলে মশিউর রহমান মোল্লা সজল। দনিয়ার এ কে স্কুল অ্যান্ড কলেজেও গত ২৮ নভেম্বর নির্বাচন সম্পন্ন হয়েছে। এই স্কুলেও মশিউর রহমান মোল্লা সভাপতি হওয়ার জোর চেষ্টা চালাচ্ছেন।

রাজধানীর অন্যতম মনিপুর উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজের সভাপতি ছিলেন ঢাকা-১৫-এর সংসদ সদস্য আলহাজ কামাল আহমেদ মজুমদার। এই প্রতিষ্ঠানে তাঁর মেয়ে অধ্যাপক রাশেদা আক্তার রত্না সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন। রাজধানীর অগ্রণী স্কুল অ্যান্ড কলেজের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন ঢাকা-৭ আসনের সংসদ সদস্য হাজি মো. সেলিমের স্ত্রী গুলশান আরা সেলিম।

আদালতের রায়ের পরিপ্রেক্ষিতে অবশিষ্ট মেয়াদের জন্য বা অ্যাডহক কমিটিতে রাজধানীর গোড়ানের আলী আহমদ স্কুল অ্যান্ড কলেজে এমপির বদলে সভাপতি হয়েছেন মো. শাহাবুদ্দিন মজুমদার, মগবাজারের শের-ই-বাংলা স্কুল অ্যান্ড কলেজের সভাপতি হয়েছেন সুফি সুলতান আহমেদ, বনানী বিদ্যানিকেতন স্কুল অ্যান্ড কলেজের সভাপতি হয়েছেন মো. মফিজুর রহমান, আগারগাঁও তালতলা গভর্নমেন্ট কলোনি উচ্চ বিদ্যালয় ও মহিলা কলেজের সভাপতি হয়েছেন আব্দুস সালাম হাওলাদার, মিরপুর বাংলা উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সভাপতি হয়েছেন হাজি মো. আব্দুল বাতেন, ঢাকা প্রেসিডেন্সি কলেজে ড. আব্দুর রহিম খান, আহমেদ বাওয়ানী একাডেমি স্কুল অ্যান্ড কলেজে সভাপতি হয়েছেন মোহাম্মদ সোলায়মান সেলিম। সভাপতি পদে জায়গা করে নেওয়া বেশির ভাগই স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতা। আবার অনেকেই স্থানীয় সংসদ সদস্যের কাছের লোক অথবা আত্মীয়।

এ ছাড়া রাজধানীর আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, মতিঝিলে অ্যাডহক কমিটির সভাপতি হয়েছেন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব ড. মোল্লা জালাল উদ্দিন। ইতিমধ্যে এই প্রতিষ্ঠানে নির্বাচন প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। মতিঝিল থানা আওয়ামী লীগের উচ্চপর্যায়ের একজন নেতা এবং ঢাকা মহানগর দক্ষিণের উচ্চপর্যায়ের আরেক নেতা এই প্রতিষ্ঠানের সভাপতি হওয়ার চেষ্টা করছেন। এ ছাড়া ভিকারুননিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজে শিক্ষামন্ত্রীর পিএস নাজমুল হক খান এবং উইলস লিটল ফ্লাওয়ার স্কুলে ঢাকা জেলা প্রশাসক অ্যাডহক কমিটির সভাপতি হয়েছেন। এখন স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতারা এসব প্রতিষ্ঠানে সভাপতি হওয়ার দৌড়ে এগিয়ে আছেন। আর এই তিন প্রতিষ্ঠানেই আগে সভাপতি ছিলেন স্থানীয় সংসদ সদস্য রাশেদ খান মেনন।

ঢাকার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর সভাপতি পদ সংসদ সদস্যরা ছেড়ে দিলেও ঢাকার বাইরে বেশির ভাগ প্রতিষ্ঠানেই এখনো তাঁরাই বহাল রয়েছেন। বগুড়া সদর উপজেলার নারুলী উত্তরণ হাই স্কুল ও নামুজা ডিগ্রি কলেজে বগুড়া-৬ আসনের এমপি নূরুল ইসলাম ওমর সভাপতি রয়ে গেছেন। এই চিত্র মোটামুটি সারা দেশেই। গভর্নিং বডির একাধিক সদস্যের অভিযোগ, সংসদ সদস্যরা নির্বাচন ছাড়াই সভাপতি হওয়ায় মূলত তাঁদের পদ বাতিলের নির্দেশ দেন আদালত। তাই সবাই আশা করেছিল, এখন থেকে সভাপতি পদেও নির্বাচন হবে। কিন্তু এখন শুধু এমপিদের বাদ দিয়ে আগের প্রক্রিয়ায়ই সভাপতি হয়ে যাচ্ছেন। ফলে শিক্ষানুরাগীরা কমিটিতে ঢোকার সুযোগ পাচ্ছেন না।

জানা যায়, সংসদ সদস্যদের বাদ দেওয়ার পরও আগের মতোই বিদ্যালয় পরিচালনা পর্ষদে সদস্য নির্বাচন হচ্ছে। তাঁরা তাঁদের পছন্দমতো তিনজনকে রেখে সভাপতির প্যানেল করছেন। আর শিক্ষা বোর্ড তাঁদের মধ্য থেকে একজনকে সভাপতি হিসেবে মনোনয়ন দিচ্ছে। মূলত তিনজনের মধ্যে প্রথম নামটি যাঁর তিনিই সভাপতি হন। আর কলেজের গভর্নিং বডিতেও সদস্যদের নির্বাচন হয়। তাঁরা নিয়ম অনুসারে স্থানীয় সংসদ সদস্যদের সঙ্গে আলোচনা করে সভাপতি নির্বাচন করছেন। আর সেই হিসেবেই বোর্ড কমিটিকে বৈধতা দিচ্ছে।

সংসদ সদস্যদের ইচ্ছামতো বেসরকারি কলেজ বা স্কুলের ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি হওয়ার বিধান বাতিল ও অবৈধ বলে গত ১ জুন রায় দেন হাইকোর্ট। রায়ে 'মাধ্যমিক উচ্চ মাধ্যমকি স্তরের বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গভর্নিং বডি ও ম্যানেজিং কমিটি প্রবিধানমালা-২০০৯-এর ৫ ধারা (গভর্নিং বডির সভাপতি মনোনয়ন) বাতিল করা হয়। এ আইনের উপবিধি (১)-এ বলা হয়েছে, 'কোনো স্থানীয় নির্বাচিত সংসদ সদস্য তাঁর নির্বাচনী এলাকায় অবস্থিত বোর্ড কর্তৃক স্বীকৃতিপ্রাপ্ত এমন সংখ্যক উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের গভর্নিং বডির সভাপতির দায়িত্ব গ্রহণ করতে পারবেন।' এ ছাড়া ৫০ ধারায় বলা হয়েছে, 'বিশেষ ধরনের গভর্নিং বডি বা ম্যানেজিং কমিটি বিশেষ পরিস্থিতিতে বোর্ড এবং সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের কোনো বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের জন্য বিশেষ ধরনের গভর্নিং বডি বা ক্ষেত্রমতে ম্যানেজিং কমিটি করা যাবে।' হাইকোর্ট ৫ ও ৫০ ধারা দুটি বাতিল করেন। তবে হাইকোর্ট রায়ে বলেছেন, সংসদ সদস্যরা সভাপতি পদে থাকতে চাইলে নির্বাচনের মাধ্যমে আসতে হবে। পরে আপিল বিভাগও হাইকোর্টের এই রায় বহাল রাখেন।

নাম প্রকাশ না করে আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, মতিঝিলের একজন অভিভাবক কালের কণ্ঠকে বলেন, 'সভাপতি পদে সংসদ সদস্যরা নির্বাচিত হয়ে না আসাতেই মূলত তাঁদের বাদ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এখন যাঁরা আসছেন তাঁরাও আগের নিয়মেই বিনা নির্বাচনেই আসছেন। ফলে বর্তমান কমিটিতে সংসদ সদস্যরা না থাকলেও যাঁরা আসছেন তাঁরাও হিসাব অনুযায়ী অবৈধ। আর প্রবিধানমালা সংশোধন না করে কমিটির অনুমোদন দেওয়াও বৈধ হতে পারে না।'

সূত্র জানায়, আদালতের রায় অনুযায়ী সংসদ সদস্যদের নির্বাচিত হয়ে কমিটিতে আসার সুযোগ রয়েছে। কিন্তু ম্যানেজিং কমিটি প্রবিধানমালায় সভাপতি পদে সরাসরি নির্বাচনের কোনো বিধান না থাকায় সংসদ সদস্যরা আপাতত সভাপতি হতে পারছেন না।

জানা যায়, স্বাধীনতার পর থেকে ব্যক্তি উদ্যোগেই চলত বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। তবে সরকার অল্প কিছু প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের সর্বোচ্চ ৭৫ টাকা পর্যন্ত ভাতা দিত। ১৯৮০ সাল থেকে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্ত করা হয়। তখন থেকে মূল বেতনের ৫০ শতাংশ দিত সরকার। এর পর থেকে তা বাড়তে থাকে। ২০০৪ সাল থেকে শতভাগ বেতনই দিচ্ছে সরকার। আর বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পরিচালনার জন্যই ১৯৭৭ সালে বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ম্যানেজিং কমিটি বিধিমালা প্রণয়ন করা হয়। সর্বশেষ ২০০৯ সালে বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গভর্নিং বডি ও ম্যানেজিং কমিটি প্রবিধানমালা সংশোধন করা হয়। কিন্তু সংশ্লিষ্টরা বলছেন, আগের বিধিমালা ঠিক থাকলেও বর্তমানে তা বাস্তবসম্মত নয়। কারণ তখন ম্যানেজিং কমিটিকেই শিক্ষকদের বেতন দিতে হতো। সব কিছুই দেখভাল করতে হতো। কিন্তু এখন ম্যানেজিং কমিটির তেমন কোনো ভূমিকা নেই। এ ছাড়া সভাপতি পদে সরাসরি নির্বাচন করারও কোনো সুযোগ নেই। তাই এই প্রবিধানমালাই সংশোধনের প্রয়োজনীতা দেখা দিয়েছে।

জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটির সদস্য অধ্যক্ষ কাজী ফারুক আহমেদ কালের কণ্ঠকে বলেন, 'আমরা প্রধান শিক্ষক বা প্রিন্সিপালকে বলি হেড অব ইনস্টিটিউশন। কিন্তু দেখা যায়, এসএমসি (স্কুল ম্যানেজিং কমিটি) বা জিবির (গভর্নিং বডি) সভাপতিরাই মূলত প্রতিষ্ঠানপ্রধান। ইউনেসকো বলেছে, স্কুল লিডার হবেন প্রধান শিক্ষক বা অধ্যক্ষ। শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও অভিভাবকই একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের জন্য আবশ্যকীয়। এর বাইরে অন্য কারোর খুব একটা দরকার নেই। প্রধান শিক্ষক বা অধ্যক্ষই হবেন তাঁর প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজার। তবে এলাকার গণ্যমান্যদের নিয়ে পরামর্শক বা উপদেষ্টা কমিটি হতে পারে। আর্থিক বিষয়ও থাকবে প্রধান শিক্ষক বা অধ্যক্ষের হাতে। তবে আর্থিক স্বচ্ছতার জন্য কমিটি, শৃঙ্খলার জন্য কমিটিসহ নানা বিষয়ের জন্য নানা কমিটি থাকতে পারে। আর সরকারের গাইড লাইন অনুযায়ীই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান চলবে।'

জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা কমিটির সাবেক মহাপরিচালক অধ্যাপক খান হাবিবুর রহমান কালের কণ্ঠকে বলেন, 'বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের জন্য একটি ম্যানেজিং কমিটি থাকা দরকার। কিন্তু সেটা হওয়া উচিত শিক্ষক ও অভিভাবকদের নিয়ে। এলাকার শিক্ষানুরাগী ও শিক্ষার সঙ্গে সংশ্লিষ্টরাও এই কমিটিতে থাকতে পারেন। কিন্তু এখন কমিটির সভাপতি সংসদ সদস্য বা তাঁর মনোনীত ব্যক্তি। এখন একজন শিক্ষক নিয়োগে ১০ লাখ টাকা পর্যন্ত লেনদেন হয়। তাহলে এই টাকা কোথায় যায়? সরকার বেতন দিচ্ছে, অবকাঠামো নির্মাণ করে দিচ্ছে। যদি আর্থিক দিকটি ম্যানেজিং কমিটিকে চিন্তা করতে না হয় তাহলে তারা আরো গঠনমূলক অন্য চিন্তা করতে পারেত। প্রয়োজনে প্রবিধানমালা সংশোধন করে একাডেমিক কার্যক্রমসহ অন্য দায়িত্বগুলো তাদের দেওয়া উচিত।'

এসএমসি ও জিবির দায়িত্ব : তহবিল সংগ্রহ ও ব্যবস্থাপনা এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের জন্য ডোনেশন সংগ্রহ, শিক্ষক নিয়োগ, সাময়িক বরখাস্ত ও অপসারণ, বার্ষিক বাজেট অনুমোদন ও উন্নয়ন বাজেট অনুমোদন, ছাত্রছাত্রীদের বিনা বেতনে অধ্যয়ন মঞ্জুরি, ছুটির তালিকা অনুমোদন, ছাত্রছাত্রীদের জন্য পর্যাপ্ত স্থান সংকুলান ও স্টাফদের বাসস্থানের ব্যবস্থা করা, জমি, ভবন, খেলার মাঠ, বই, ল্যাবরেটরি, বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য শিক্ষা উপকরণের ব্যবস্থা করা, বিভিন্ন ধরনের আর্থিক তহবিল গঠন ও রক্ষণাবেক্ষণ, স্কুলের সম্পত্তি কাস্টডিয়ান হিসেবে দায়িত্ব পালন, শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতন-ভাতা প্রতি মাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে প্রদান নিশ্চিত করা, শিক্ষকদের নিয়ে প্রি-সেশন সম্মেলনের ব্যবস্থা করা, যাতে বিগত বছরের মূল্যায়ন ও আগামী বছরের কর্মপরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা হতে পারে। এমন ১৬টি দায়িত্ব পালনই কমিটির মূল কাজ।

বিধিমালায় এসএমসি ও জিবির ১৬টি দায়িত্ব পালনে বাধ্যবাধকতা থাকলেও বর্তমানে বেশির ভাগ কাজই সরকার নিজ দায়িত্বে করে দেয়। ফলে এসএমসি ও জিবির নিয়োগ ও ভর্তিতে অযাচিত হস্তক্ষেপ এবং প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের সময় টাকা খরচ করা ছাড়া খুব একটা দায়িত্ব পালন করতে দেখা যায় না।